৪৪ধারাতে ... যায়।

■ *মন্ত্রী মিশন* ঃ ১৯৪৫-এর ৪ঠা ডিসেম্বর ভারত সচিব স্যার পেথিক লরেন্স হাউস অফ লর্ডস-এ ঘোষণা করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত আলোচনার জন্য শীঘ্রই পার্লামেন্টের একটি প্রতিনিধি দল ভারতে পাঠানো হবে। নৌ-বিদ্রোহ ও অপরাপর বিদ্রোহ এবং প্রবল গণ-বিক্ষোভের ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় রাজনীতির বাস্তব রূপটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ যে-দিন ভারতে নৌ-বিদ্রোহ শুরু হয়, তার পরদিনই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী **ক্লেমেন্ট এটলী** ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পুনরায় ঘোষণা করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তিন সদস্যকে নিয়ে গঠিত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দল ভারতে পাঠানো হবে। এই দলটি **'মন্ত্রী মিশন'** বা **'ক্যাবিনেট মিশন'** (Cabinet Mission) নামে পরিচিত। এই দলের সদস্য ছিলেন ভারত সচিব স্যার **পেথিক লরেন্স**, বাণিজ্য সভার (Board of Trade) সভাপতি **স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্** এবং নৌ-বাহিনীর প্রধান (First Lord of Admiralty) **এ.ভি. আলেকজাণ্ডার**। ২৪শে মার্চ এই প্রতিনিধি দল দিল্লীতে পৌঁছায়। তাঁরা ভারতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের সঙ্গে ১৮২টি বৈঠক করেন এবং ৪৭২ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় বসেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ঐকমত্যে আসতে ব্যর্থ হন। **গান্ধীজি** দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। **জিন্না** পাকিস্তানের দাবিতে অটল থাকেন। শিখ নেতা **গিয়ানি কর্তার সিং** পৃথক শিখিস্থানের দাবি করেন। **ডঃ আম্বেদকর** যে-কোন ধরনের সংবিধান রচনাকারী সংস্থার বিরোধী ছিলেন, কারণ এরূপ সংস্থায় বর্ণহিন্দু প্রাধান্য সুনিশ্চিত। জাতীয় নেতৃবৃন্দ ঐকমত্যে আসতে ব্যর্থ হলে ১৬ই মে মন্ত্রী মিশন নিজস্ব পরিকল্পনা ঘোষণা করে।

পটভূমি ও গঠন

মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনায় বলা হয় যে, (১) ব্রিটিশ শাসিত ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে। (২) প্রদেশগুলিতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হবে এবং কেন্দ্রের হাতে কেবলমাত্র পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে।

Scanned with CamScanner

(৩) হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলিকে 'ক', মুসলিম-প্রধান প্রদেশগুলিকে 'খ' এবং বাংলা ও আসামকে 'গ' শ্রেণীতে বিভক্ত করা হবে। (৪) প্রদেশগুলি নিজেদের শাসনতন্ত্র নিজেরাই রচনা করবে এবং ইচ্ছে করলে একই স্বার্থবিশিষ্ট প্রদেশগুলি (যথা—ক, খ, গ) জোট বাঁধতে পারবে। (৫) প্রত্যেক শ্রেণী (ক, খ, গ) ও দেশীয় রাজ্যগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সংবিধান সভা বা গণপরিষদ গঠিত হবে এবং এই গণপরিষদই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা করবে। (৬) শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতে প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে।

মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা

বলা বাহুল্য, কংগ্রেস ও লীগ উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করতে গেলে এ ধরনের প্রস্তাব ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। ***বি. এন. পাণ্ডে*** বলেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা ভারতের সংকটকালে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ছিল।[১] সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসারে প্রদেশগুলিকে বিভক্ত করায় তা পাকিস্তান গঠনের উপযোগী হবে মনে করে **মুসলিম লীগ** এই প্রস্তাব মেনে নেয়। কংগ্রেস সভাপতি ***মৌলানা আজাদ*** বলেন যে, প্রথমে বিরোধিতা করলেও বৈঠকের শেষ দিনে জিন্নাকে স্বীকার করতে হয় যে, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় সংখ্যালঘু সমস্যার যে সমাধান দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে ন্যায্য সমাধান আর হয় না।[২] অপরপক্ষে, 'পাকিস্তান'-এর কথা না থাকায় কংগ্রেসের কোন আপত্তি ছিল না, তবে সাম্প্রদায়িক নীতির প্রাধান্য থাকায় **কংগ্রেস** অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে অস্বীকার করে—অবশ্য সংবিধান সভায় যোগ দিতে কংগ্রেস প্রস্তুত ছিল। কংগ্রেস ও লীগ উভয়েরই এই প্রস্তাব গ্রহণ করার ঘটনাকে ***মৌলানা আজাদ*** ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩] ২৯শে জুন মন্ত্রী মিশন ভারত ত্যাগ করে।

কংগ্রেস ও লীগের প্রতিক্রিয়া

এই প্রস্তাবের কয়েকটি দুর্বলতা লক্ষণীয়। (১) এই প্রস্তাবে সরাসরি ভারত বিভাগ বা পাকিস্তানের দাবি স্বীকৃত না হলেও প্রদেশগুলিকে হিন্দু-প্রধান বা মুসলিম-প্রধান ভাগে বিভক্ত করে এবং তাদের জোট বাঁধার অধিকার দান করে পরোক্ষে ভারত বিভাগের দরজা খুলে দেওয়া হয়। জিন্নার মনে হয়েছিল যে, এটা পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ ("Believe me, this is the first step towards

ত্রুটি

Scanned with CamScanner